থাকেন ভারতে, কলেজের বেতন নেন বাংলাদেশে

মাদারীপুর প্রতিনিধি
২১ জুলাই ২০২৫, ১২:০০ এএম

দুর্লভানন্দ বাড়ৈ ও চম্পা রানী

কলেজের এক শিক্ষক দম্পতি দীর্ঘদিন ধরে অবস্থান করছেন ভারতে। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে নিয়মিত বেতনভাতা তুলছেন তারা। এমন অভিযোগ উঠেছে মাদারীপুরের ডাসার উপজেলার শশিকর শহীদ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ দুর্লভানন্দ বাড়ৈ ও তার স্ত্রী সমাজকর্ম বিভাগের প্রভাষক চম্পা রানী মণ্ডলের বিরুদ্ধে।

সরেজমিন গিয়ে স্থানীয়দের সঙ্গে আলাপকালে জানা যায়, পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণীতে একটি বাড়ি কিনেছেন দুর্লভানন্দ বাড়ৈ ও চম্পা রানী মণ্ডল শিক্ষক দম্পতি। দীর্ঘ সময় ধরে তারা সেখানেই বসবাস করছেন। স্থানীয়রা জানান, শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর অধ্যক্ষ ও তার স্ত্রী ভারত চলে যান। কিছুদিন পর অধ্যক্ষ দুর্লভানন্দ বাড়ৈ দেশে ফিরলেও স্ত্রী এখনো ভারতে অবস্থান করছেন। যাওয়ার আগে চম্পা মণ্ডল চেকে স্বাক্ষর করে রেখে যান, যার মাধ্যমে পরে নিয়মিত বেতন-ভাতা উত্তোলন করা হয়।

সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রে জানা গেছে, অনিয়ম, নিয়োগ বাণিজ্য ও প্রশাসনিক দুর্নীতির অভিযোগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদন্তে সত্যতা পাওয়ায় গত ১৮ মার্চ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর থেকে উভয়ের এমপিও বাতিল করা হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের সিনিয়র সহকারী সচিব দীপায়ন দাস শুভ আদেশটিতে স্বাক্ষর করেন। অধ্যক্ষ দুর্লভানন্দ বাড়ৈ ভারতে থাকা অবস্থায় কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পান বিমল পাণ্ডে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলেজের শিক্ষকরা জানান, এ দম্পতি কলেজ গভর্নিং বডি ও প্রশাসনিক মহলের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলে দীর্ঘদিন ধরে অনিয়ম চালিয়ে যাচ্ছেন।

নবগ্রাম ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ও স্থানীয় বাসিন্দা প্রেমান্দ সরকার বলেন, দুর্লভানন্দ বাড়ৈ চাকরিও নিয়েছেন অনিয়ম করে। তিনি ভারতের কল্যাণীতে বাড়ি করেছেন। সেখানেই তার স্ত্রী-সন্তানরা রয়েছে। অথচ বেতন তুলছেন বাংলাদেশে। এভাবে সরকারি সুবিধা ভোগ করেন। এটা সম্পূর্ণ বেআইনি। তিনি নামমাত্র মেডিক্যাল ছুটি নিয়েছেন। বেসরকারি কলেজে এক মাসের বেশি ছুটি থাকার নিয়ম নেই। অথচ তিনি ছয় মাসের ছুটি নিয়েছেন।

এসব অভিযোগ অস্বীকার করে অধ্যক্ষ দুর্লভানন্দ বাড়ৈ দাবি করেন, তার স্ত্রী বর্তমানে চিকিৎসা ছুটিতে (মেডিক্যাল লিভ) ভারতে রয়েছেন। দুই দফায় তিনি ছয় মাস ছুটি নিয়েছেন। সবকিছুই নিয়ম অনুযায়ী চলছে।

এ ব্যাপারে ডাসার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএও) সাইফ-উল আরেফীন বলেন, ‘অভিযোগগুলো তদন্ত করে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’